হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

মহান বিজয় দিবস- ২০২৪ উপলক্ষে

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর **প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা** প্রদত্ত

বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ৫৩তম বার্ষিকীর এ আনন্দময় দিনে সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৭১ সালের এ দিনে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। দেশের অকুতভয় বীর সন্তানদের এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ**। স্বাধীনতা অর্জনের এ পথ পরিক্রমায় যাঁরা আন্দোলন, সংগ্রাম ও নেতৃত্ব দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এবং আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীনতার ঘোষনা ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দকে যাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বিভ্রান্ত জাতিকে দিয়েছিল নতুন দিকনির্দেশনা। আজকের এ মহান দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে, যাঁরা দেশমাতৃকার স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং যাঁদের জীবণ-মরণ সংগ্রাম ও সীমাহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র ও জাতীয় পতাকা। মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা আহত ও পঙ্গু হয়েছেন এবং প্রিয় স্বজনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জানাচ্ছি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো এবং নানাভাবে নির্যাতিত মা-বোনদের অবদানের কথা।

আমাদের জাতীয় জীবনে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশের নিরস্ত্র মুক্তিকামী আপামর জনসাধারণ একাত্তরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র পাক্ হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের পরাজিত করে যে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল তা রক্ষাকল্পে একই চেতনা ধারণ করে **বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য '২৪ এর জুলাই-আগষ্ট** -এ নিরস্ত্র শান্তিকামী ছাত্র-জনতা গড়ে তোলেন গণআন্দোলন ও গণবিপ্লব। সরকার ও পেটুয়া বাহিনী নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর সশস্ত্র হামলা চালায়- যা পরবর্তীতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রুপ নেয়। শহীদ হন আবু সাঈদ-মুগ্ধসহ শত শত তরতাজা শিশু-কিশোর, ছাত্র-যুবক-শ্রমিক। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা চিরতরে অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ববরণ করেন এবং স্বৈরাচারী-ফ্যাসিস্ট সরকারকে হটিয়ে ছিনিয়ে আনে আমাদের **দ্বিতীয় স্বাধীনতা**। শহীদদের আদর্শকে বুকে ধারণ করে অভ্যন্তরিণ ও বৈশ্বিক নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক, কল্যাণকর, আত্মমর্যাদাশীল, সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় শপথ নিতে হবে।

দেশের এই ক্রান্তিকালে বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস জুলাই-আগস্ট বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশে সন্ত্রাস নির্মুল, দূর্নীতি, অর্থনীতি এবং বিচার বিভাগসহ প্রসাশনের সর্বত্র প্রয়োজনীয় সংস্কারের যে বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়েছেন তা সফল করতে আমাদের ধৈর্য্য, আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগীতা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি, দেশীয়-আন্তর্জাতিক নানামুখী সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে রক্ষা করতে হবে আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমির পবিত্র স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

পরিশেষে, আমি হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহবান জানাই আসুন, সকলে মিলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষে সকল ভেদাভেদ-বৈষম্য ভুলে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠারসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি। মহান বিজয় দিবসে সকলের প্রতি এটাই আমার একান্ত প্রত্যাশা।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

১৬ ডিসেম্বর ২০২৪
প্রশাসনিক ভবন

(প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা)
ভাইস-চ্যান্সেলর